www.banglainternet.com

Munier Chowdhury

Ektola dotala

play

From - Palashi Barrack O Anyanya (1969)

একতালা-দোতালা

চরিত্র ঃ

বশির

দুলাভাই

ভৃত্য

আয়েষা

আপা

[এক নারী অনেক কাগজপত্র সামনে মেলে রেখে এক পুরুষকে নানা রকম প্রশ্ন করছে এবং মাঝে মাঝে জবাব টুকছে]

নারী : নাম ?

পুরুষ : নাজমুল বশীর।

নারী : লেখা পড়া ?

বশীর : এম-বি-বি-এস।

নারী : পেশা ?

বশীর : একাধিক।

নারী : যেমন ?

বশীর : ডাক্তারী। এটাই প্রধান চাকুরি। তবে ইলেকট্রিক কিম্বা ইলেক্ট্রনিকের যন্ত্র-পাতিও মেরামত করি। পত্র-পত্রিকায় লিখি, শাক-সব্জীর বাগান করি।

নারী : পরিবার ?

বশীর : বিয়ে করি নি।

নারী : সঙ্গে কে কে থাকে ?

বশীর : আপাততঃ এক ভাগ্নে, এক আর্দালি।

নারী : বারান্দায় শাড়ী শুকুচ্ছে কার ?

বশীর : কি বললেন ?

নারী : শাড়ী। বারান্দায়। দেখেন নি ?

বশীর : আশ্চর্য।

নারী : কাকে বলছেন, আমাকে ?

বশীর : আপনি কি শাড়ীও গননা করেন না কি ?

banglainternet.com

নারী : সব সময় নয়। কখনও কখনও। জবাবের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সকল রকম প্রশ্নই করতে হয়। তবে লিখি কেবল সেগুলো যেগুলো ছাপান ফর্মে প্রশ্নের আকারে উল্লেখ করা রয়েছে। আপনি চটবেন না। যা ইচ্ছে তা-ই বলবেন আমাকে সম্বোধন করতে যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্যে নিজের নামটা আবার বলে রাখছি : আয়েষা। আয়েষা আখতার। মিস আয়েষা আখতার।

বশীর : সত্যি সত্যি কোনো রকম গবেষণার কাজে আপনি নিযুক্ত আছেন বিশ্বাস করি না। হাতে এক গোছা প্রশ্ন পত্র নিয়ে নিরীহ গৃহস্থকে কিছুক্ষণের জন্য ব্যতি-ব্যস্ত করে তোলা ছাড়া আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আয়েষা : সব ঘরে উৎপাত করি না। আপনি র‍্যাণ্ডম স্যাম্পলিং বোঝেন? এলোমেলো বাছাই করবারও একটা হিসাব আছে। সেই হিসাবে দৈবাৎ আপনার বাড়ীর নম্বর আমার তালিকায় উঠে গেছে বলে আপনাকে উত্যক্ত করছি।

বশীর : আমি সহজে উত্যক্ত হই না। বিশেষ করে না চেঁচিয়ে যারা ধীরে সুস্থে কথা বলতে পারে তাদের দ্বারা কখনই উত্যক্ত হই না।

আয়েষা : কি করলে উত্যক্ত হন।

বশীর : বলব কেন?

আয়েষা : বাঃ আমাকে না বললে চলবে কেন? আমিত এগুলোই খোঁজ করছি। বাড়ী বাড়ী ঘুরে খোঁজ নিচ্ছি পাড়া-পড়শীর মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে কেন, কে কাকে কি

ভাবে উত্যক্ত করে, সামাজিকদের মধ্যে পারস্পরিক মন কষাকষির কার্যকারণ কি কি? আমার গবেষণামূলক জরীপ কার্যের এটাইত আসল এলাকা।

বশীর : আমি কখনই উত্যক্ত হই না। কারো পক্ষেই আমার মেজাজ নষ্ট করা কঠিন। আপনি নিজেও নিশ্চই উপলব্ধি করছেন যে, যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করবার ক্ষমতা আমার অপরিসীম।

আয়েষা : বারান্দায় শাড়ীটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তুলে ভাল করে শুকুতে দেব?

বশীর : কি বললেন? শাড়ী? কোথায়? কার?

আয়েষা : আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

বশীর : শাড়ী এ বাড়ীর নয়। দোতালা থেকে উড়ে এসে পড়েছে।

আয়েষা : শাড়ীর বাবা মা আছে?

বশীর : আছে।

আয়েষা : কি করেন?

বশীর : অধ্যাপনা।

আয়েষা : শাড়ী নিজে কিছু করে?

বশীর : বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসা আছে। আপনি আরো কিছু জানতে চান? ওরা অবাংগালী। বাপ মা, বাংলা বললে বোঝে কিন্তু নিজেরা বলতে পারে না। মেয়ে ইংরেজী বাংলা উর্দু তিনটেকেই মাতৃভাষা বানিয়েছে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

আয়েষা : আমি চিনতে পেরেছি। আপনার ওপর তলাতেই ওঁরা থাকেন জানতাম না।

বশীর : এখন জেনেছেন।

banglainternet.com

আয়েষা : হুম। এসব সত্ত্বেও আপনার ক্ষেত্রে উপরনীচ তলায় কোন বিরোধ নেই।

বশীর : এসব সত্ত্বেও মানে কি? কেন থাকবে। আমরা কেউ চেঁচিয়ে কথা বলি না, এর ওর মাথার ওপর অষ্টপ্রহর ঢেঁকিমুগুর চালাই না। কোনো গোলমাল নেই। নিরিবিলি যে যার কাজ নিয়ে থাকি। ইচ্ছে হলে তাকাই, না হলে তাকাই না। প্রয়োজন হলে কথা বলি, নইলে বলিনা। বিরোধ থাকবে কেন?

আয়েষা : জ্বী।

বশীর : আরো কিছু প্রশ্ন করবেন?

আয়েষা : না। তবে মানে আমি আরো কিছুক্ষণের জন্য আপনার এখানে অপেক্ষা করতে পারি?

বশীর : নিশ্চই, নিশ্চই। কিন্তু, মানে, কেন?

আয়েষা : কি বলব ঠিক বুঝতে পারছিনা। একজন লোক আমাকে ফলো করছে।

বশীর : বলেন কি? বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসব?

আয়েষা : না না তার দরকার নেই। আমি চাই ও এসে দেখে যাক।

বশীর : আপনি তা হলে ওকে চেনেন? কি দেখে যাবে?

[দরজায় ঠকঠক্ শব্দ]

আয়েষা : চুপ জবাব দেবেন না।

বশীর : কেন?

আয়েষা : আরো কয়েকবার ধাক্কা দিক।

বশীর : কি যাতা বলছেন।

[দরজায় জোরে ঘা পড়তে থাকে।]

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আসেন।

আয়েষা : পারবনা।

বশীর : পারব না মানে কি? আপনার চেনা লোক। এতক্ষণ পরে শেষে আমি গিয়ে ওর সমনে দরজা খুলে দাঁড়াব?

আয়েষা : কি করবে?

বশীর : কিছু করার কথা হচ্ছে না। কিন্তু দৈবাৎ যদি—

আয়েষা : অত কথা ভাবার আর সময় নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যান, তাড়াতাড়ি যান। দরজাটা খুলে দিন। দেরি করছেন কেন, গিয়ে দরজাটা খুলে দিন।

বশীর : আশ্চর্য!

[দরজা খুলে দেয়।]

আয়েষা : এ কি? এ কোত্থেকে এল?

বশীর : কি চাই? কাকে খুঁজছিস?

ভৃত্য : বড় আপার লাল শাড়ীটা নাকি উইড়া আইস্যা আপনার বারান্দার পড়ছে!

বশীর : ভেতরে এসে নিয়ে যা।

ভৃত্য : তাইত। বড় আপার শাড়ীইত। শুকনা শাড়ী কি না। বাতাস না লাগতেই উইড়া আইছে।

বশীর : বেশী বকিস না। যা।

ভৃত্য : যাই। যাই আপা।

[প্রস্থান। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যায়।]

আয়েষা : এরকম যে ঘটতে পারে আমি আশা করি নি।

বশীর : কি আশা করেছিলেন?

আয়েষা : মানে, আমি ভাবিনি যে ওপর তালা থেকে কেউ এসে দেখে যাবে? আমি সত্যি লজ্জিত।

বশীর : যা আশা করেছিলেন তা ঘটলে লজ্জিত হতেন না?

আয়েষা : আমার কথা ছেড়ে দিন। আপনার কি হবে এখন?

banglainternet.com

বশীর : কপালে যাই থাকে তাই হবে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে তার সংস্কার সাধন করাতে চাই না। আপনি স্বচ্ছন্দে বিদায় নিতে পারেন।

আয়েষা : আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ছিঃ ছিঃ। এ আমি কি করে গেলাম। চাকর ব্যাটা ওপরে গিয়ে কত রকম কথা রটাবে কে জানে?

বশীর : এটা ভদ্র পাড়া এখানকার বাসিন্দারা সকলেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত। চাকরবাকরের কথায় তারা উত্তেজিত বোধ করবে এতটা আমি মনে করি না।

আয়েষা : শুধু চাকর কিনা কে জানে? হয়ত দূত, প্রেরিত হয়ে এসেছিল।

বশীর : সবকিছুই নিতান্ত স্ত্রীলোকের মত বিচার করছেন। এত লেখা পড়া করেও মনের গড়ন বদলাতে পারেন নি।

আয়েষা : কি জন্যে বদলাব? যিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাঁর জাত আমার জাত আলাদা নয়। আমার মন যদি ছোট হয় তবে তাঁরটাও তাই।

বশীর : তাঁরটা তা নয়। হ'তে পারে না।

আয়েষা : কেন, পাঞ্জাবী বলে?

বশীর : উর্দু বললেই সকলে পাঞ্জাবী হয়ে যায় না।

আয়েষা : না হোলো। মেয়ে মেয়েই, সে দেশীই হোক আর খোট্টাই হোক।

বশীর : খোট্টা খোট্টা করছেন কাকে?

[বার থেকে কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়।]

বশীর : দরজার ছিটকিনিটা আবার পড়ে গেল কখন?

আয়েষা : এসে গেছেন। এবার সামলান।

বশীর : কে এসেছে?

আয়েষা : কে আবার? একটু আগে পতাকা গুটিয়ে দূত চলে গিয়েছিল, এবার নিশ্চই মুনিব স্বয়ং এসেছেন। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, দরজা খুলে সম্বর্ধনা জানান।

বশীর : আমার চেয়ে আপনার আগ্রহ বেশী। আপনি যান।

আয়েষা : দেখে নিতে চায় আপনাকে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াব কোন সাহসে?

বশীর : আপনি ত আচ্ছা মেয়ে মানুষ। গবেষণার নাম করে এখন নাটকের তালিম দিচ্ছেন: অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠলেই আমি শরমে-ডরে একেবারে দিশাহারা হয়ে যাব, সেরকম ব্যাচেলর আমি নই।

আয়েষা : আপনার দুঃসাহস বেশী হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে উনি হয়ত আর নিজেকে সামলতে পারবেন না। মেয়ে হলেও পাঞ্জাবী। হয়ত দরজা ভেংগে ঢুকে পড়বেন।

বশীর : আপনাকে বলছি উনি পাঞ্জাবী নন!

আয়েষা : এই-রে ভেংগে ফেলল বুঝি!

বশীর : ফেলুক! এত ছোট যার মন তার কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি আরও ঘন হয়ে বসুন।

আয়েষা : আপনি দেখি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। আমার কিন্তু ভয় করছে।

বশীর : খবরদার আসন ছেড়ে উঠতে পারবেন না।

আয়েষা : অসহ্য! না, না; এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

বশীর : আপনাকে আমি দরজা খুলে দিতে নিষেধ করছি।

আয়েষা : অসম্ভব!

[ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ঘরে ঢোকেন এক মাঝারি বয়সের মোটাসোটা ভদ্রলোক।]

banglainternet.com

বশীর : একি, দুলাভাই আপনি ?

দুলাভাই : ডাকাত মনে করেছিলে নাকি ?

আয়েষা : না, মানে, আমি ভয়ে একেবারে—

বশীর : আপনাকে কিছু বলতে হবেনা।

দুলাভাই : ডাক্তার ঠিকই বলেছে। আমাকে বুঝিয়ে বলার কিছুই আবশ্যক নেই। চিকিৎসা ডাক্তারকেই করতে হবে, যা বলতে হয় ওকেই বুঝিয়ে বলেন।

বশীর : রোগী নিয়ে এসব রসিকতা আমি আদৌ পছন্দ করিনা।

আয়েষা : (দুলাভাইকে) এ ঘরে ঢুকতে আপনাকে কেউ দেখেছে কি ? বাইরে আপনার আশেপাশে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন নি ?

দুলাভাই : একজনত পাশেই ছিলেন।

আয়েষা : কোন দিকে চলে গেলেন ?

দুলাভাই : দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে দেখে উনি আর অপেক্ষা করলেন না। দোতালায় উঠে গেছেন কিন্তু সেসব শুনে আপনার কি লাভ।

আয়েষা : আপনি বুঝবেন না। ডাক্তার সাহেব, ও নিশ্চয় কোনো বদ মতলবে ওপরে উঠে গেছে। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকছি না। অযথা একটা বিপদ টেনে এনে এখন আপনাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি সত্যি খুব লজ্জিত।

দুলাভাই : আমি রয়েছি।

আয়েষা : আল্লা আপনাকেও রক্ষা করুক !

[কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।]

দুলাভাই : মেয়েটি কে ?

বশীর : চিনি না।

banglainternet.com

দুলাভাই : লাখ কথার এক কথা। তোমার আপার কথাই ধর। কম দিন হোলো না, এক সঙ্গে ঘর করছি। কিন্তু তাই বলে কি তাকে আজও ষোল আনা চিনে উঠতে পারলাম ?

বশীর : মেজাজ ভাল নেই, এখন বেশী বাজে বকবেন না।

দুলাভাই : ভাই না থাকারই কথা। কারণ, এই যে মেয়েটা এইমাত্র চলে গেল, ও বলে বটে বাংলা কিন্তু জবান বড় কড়া। আমার ত সন্দেহ হয়, তোমার ওপর তলার অতি প্রশংসিত গৃহবাসিনীর মত ইনিও আসলে পাঞ্জাবিনী, বিপাকে পড়ে বাংগালিনী বনেছেন।

বশীর : আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি মেয়ে মেয়েই। ওর জাত-বেজাত নেই, ভাষা-অভাষা নেই। বাংগালী হোক, পাঞ্জাবী হোক লেখাপড়া জানুক আর না জানুক নীচতার সব সমান। এক সময় না এক সময়ে মুখোশ খসে পড়বেই।

দুলাভাই : এ অবশ্য আরেকটা দৃষ্টি কোণের কথা। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার আপা ওপরে চলে গেলেন বলে ও মেয়ে অতি উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন ?

বশীর : কে ? আপা এসেছেন ?

দুলাভাই : তোমার ঘরেই ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে 'ওপর তলার মেয়েটির সংগে আগে একটু গল্প করে আসি' বলে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন। আমি বাপু অন্য প্রকৃতির লোক। তোমাদের ভাই-বোনের এই খোট্টাপ্রীতির মর্ম বুঝি না।

[ওপর তলা থেকে বিকটাকার চিৎকার শব্দ ভেসে আসে।]

কিসের শব্দ ?

বশীর : এরকম হতেত আগে কখনও শুনি নি।

দুলাভাই : ভায়া ক্রমশঃ সব প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্ব পশ্চিম চরিয়ে খাই, জানিনা কার ভেতর কি।

বশীর : অসহ্য!

[বারান্দার দিকে বেরিয়ে যায়]

[নেপথ্যে, চীৎকার কোরে, 'ওপরে এত শব্দ হচ্ছে কিসের?' চীৎকার কোরে ওপরতলার ভৃত্য জবাব দেয়। 'আপা কাপড় কাচতাছেন। কইছেন মুগুর দিয়া না পিটাইলে শাড়ী সাফ হয় না।']

[রাগে গরগর করতে করতে বশীর ঘরে ঢোকে]

দুলাভাই : সব দোষ তোমার। যদি তুমি উৎসাহ না দিতে তবে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সালওয়ার কামিজ ফেলে শাড়ী ধরতেন না। এবং যদি না ধরতেন তাহলে তোমাকেও, মাথার ওপরে বসে, মুগুর দিয়ে পেটাতে পারতেন না।

[দুম্ দুম্ দুম্। দুম্ দুম্। দুম, দুম্]

বশীর : (চড়া গলায়) জানি। আমিও জানি। নানা রকম শব্দ তৈরী করার যন্ত্র আমারও আছে। আমিও দেখে নেবো।

[বলতে বলতে তার লম্বা করে টেনে ঘরের টেপ রেকর্ডারটা বারান্দায় বার করে নিয়ে যায়। ফিরে এসে সেলফ ঘেঁটে একটা টেপ বেছে হাতে তুলে নেয়।]

দুলাভাই : এটা কি?

বশীর : চিড়িয়াখানার সর্ব প্রকার জীবজন্তুর চীৎকার। বারান্দার কোণ থেকে ওদের ঘর বরাবর স্পীকার তাক করে বসিয়ে টপ ভল্যুমে চড়িয়ে দেব। প্রতিবেশীর পেছনে লাগার মজা টের পাবেন।

[বেরিয়ে যায়]

[দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।]

[হঠাৎ ওপর তলার শব্দ ছাপিয়ে সিংহ ব্যাঘ্র যাবতীয় বন্য জন্তুর প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপর তলা থেকে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। সব নিস্তব্ধ]

[সদর্পে হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করে বশীর]

দুলাভাই : সাবাস, সাবাস জোয়ান। বাংগালীর মুখ রক্ষা করেছ। এইত চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য করো বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।

বশীর : থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমরাও জানি।

দুলাভাই : জানতেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কি করে? চুপ করে সব মেনে যাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীরু, দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা!

[ঠিক মাথার ওপরে শব্দ হতে থাকে ঝনর ঝন্ ঝন্। ঝনর ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝন্।]

ও কিসের শব্দ?

বশীর : হামানদিস্তা!

দুলাভাই : তোমাদের দেখছি বেড়ে জুটি হয়েছে। তুমি এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, উনি হেকেমী দাওয়াখানার হামানদিস্তা চালানকারিণী! সাধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এত টান।

বশীর : দেখাচ্ছি। আমিও মজা দেখাচ্ছি। কাকে ঘাঁটাতে এসেছ টের পাও নি এখনও। বলতে বলতে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

[দুলাভাই একলা ঘরের মধ্যে পায়চারী করেন। মাথার ওপর হামানদিস্তা পূর্ণবেগে চলতে থাকে। এবার তৎসংগে শুরু হয় ছাদ পেটানো সুরে থড়্ড়াৎ-থড়্ড়াৎ-থড়্ড়াৎ জোড়া জোড়া শব্দ।]

banglainternet.com

দুলাভাই : খড়ম পিটিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই সংগে আরেকজন কেউ তাল দিচ্ছেন ! (শব্দ বাড়ে) বোধ হয় কার্পেট তুলে ফেলেছে, নইলে সবটা একেবারে এত গুলির কাছে মনে হচ্ছে কেন ?

[পকেট থেকে রুমাল বার কোরে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে। দুটো পুটলী বানিয়ে নিজের দু'কানে গুঁজে দেয়। দলা পাকিয়ে আরও দুটো বানিয়ে সামনে সাজিয়ে রাখে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢোকে বশীর। একহাতে একটা ছোট বেঁটে হুরমুজ। অন্য হাতে কাগজের ঠোংগা। মাথার ওপরে শব্দ সমান তালে চলছে।]

বশীর : একটু দেরি হয়ে গেল। মোড় পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। হুরমুজটা অবশ্য বাগানেই ছিল।

দুলাভাই : হুরমুজ দিয়ে কি হবে ? উনিত থাকেন তোমার মাথার ওপর।

বশীর : দেখাচ্ছি।

[টেবিলটা একটু পরিষ্কার করে তার ওপর চেয়ার চাপায়। টেনে দুলাভাইকে তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজে চেয়ার চেপে ধরে রাখে। হুরমুজটা দুলাভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ইশারায় নির্দেশ দেয়, কি করে সেটা দিয়ে জোরে জোড়ে ছাদে গুঁতো মারতে হবে। দুলাভাই সোৎসাহে দু'হাত মাথার ওপরে তুলে জোরে হুরমুজ মারে ছাদে। ঘর কেঁপে ওঠে, ওপরের শব্দ থেমে যায়। বশীর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। দুলাভাই যোগ দেয়। উভয়কে স্তব্ধ করে দিয়ে ওপরের বাদ্য, হামানদিস্তা ও খড়মের শব্দ আরো প্রবল হয়। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলতে থাকে। নীচ থেকে হুরমুজ, ওপর থেকে হামানদিস্তা ও খড়ম। বশীর ও দুলাভাইয়ের ঘাম ছুটে যায়।]

বশীর : থামুন একটু। ভেবেছিলাম হয়ত দরকার হবে না। এবার এক রাউণ্ড এই চালান দেখি।

[ঠোংগা থেকে লালনীল কাগজ মোড়া ছোটবড় কয়েকটা পটকা বার করে। হুরমুজের মাথায় একটা পটকা বসিয়ে সাবধানে দুলাভাইয়ের হাতে তুলে দেয়। দুলাভাই ছাদ বরাবর তুলে তাক্ ঠিক করে। ওপর তালার শব্দ আরেকবার বাড়তেই প্রচণ্ড বেগে হুরমুজ মারে। বোমা ফাটার ভয়ানক শব্দ হয়। ওপর তলায় কে যেন চীৎকার কোরে ওঠে। স্তব্ধতা। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে এক ধাক্কায় বিনিদরজা খুলে ঘরে ঢোকেন তিনি বশীরের আপা।]

দুলাভাই : এই যে, তুমি এসে পড়েছ দেখছি। সব কি রকম দেখলে ?

আপা : পাগল। তোমরা সব বদ্ধ পাগল। বদ্ধ করবে এসব ?

বশীর : কেন ? শুরু করেছে কে ?

আপা : সে নিয়ে তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। সব দোষ আমারই। আমি কি করে জানব যে ওদের চাকর ছোকরা আগে থেকেই ওকে তোর ঘরে কে-না-কে এসেছিল তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়ে রেখেছে। বাড়ীতে অন্য কেউ নেই, আমি যেতেই জিজ্ঞেস করল তোর ঘরে কে এসেছে। কিছু না বুঝে ফস্ করে বলে ফেললাম, কি করে জানব, দরজাই খোলাতে পারলাম না !

বশীর : আপনি এ কথা বলতে পারলেন ? উঃ কী ঝামেলাতেই না পড়লাম !

আপা : শুনে রেগে লাল হয়ে ও গুদাম থেকে মুগুর হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

দুলাভাই : এঁা ?

[পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়]

banglainternet.com

আপা : তারপর সোজা গোসলখানায় পিড়ি পেতে বসে পানিতে ভেজান শাড়ী দমাদম মুগুর দিয়ে পিটিয়ে সাফ করতে লেগে গেল।

বশীর : উচিত হয় নি। মর্দিত আছেই, গতরাতে টেম্পারেচারও ছিল।

আপা : এত যদি জানতেই তবে সকাল বেলা ওপর তলায় ছুটে না গিয়ে দরজা সেটে নিজের ঘরে বসে থাকলে কেন?

দুলাভাই : তাই বলে ও মুগুর দিয়ে শাড়ী পিটবে।

আপা । সে সুখও তোমাদের সহ্য হোলো না। এমন বাঘের হুংকার ছাড়লে যে ওর হাতের মুগুর পিছলে পড়ে পায়ের একটা আংগুলই থেতলে গেল!

দুলাভাই : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

বশীর : কোন্ আংগুলে লেগেছে? কোন্ পায়ের কোন্ আংগুলে? থেঁতলে গেছে মানে কি? নীল হয়ে ফুলে উঠেছে?

আপা : আমাকে দেখতে দিলেত। এসে বসল হামানদিস্তা নিয়ে, তোর মাথার ওপর। আমিও ক্ষেপে গেলাম। গোসল-খানা থেকে খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে ওর সংগে তাল ঠুকতে লাগলাম।

দুলাভাই : ও জন্যে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।

আপা : বলতে এতটুকু লজ্জা হোলো না তোমার! মেয়েটার কি আর কিছু বাকী রেখেছ তোমরা? মাথার ওপরের দিকে তোমরা হুরমুজ চালাতে পার স্বপ্নেও ও মেয়ে ভাবতে পারে নি। হঠাৎ এত চমকে ওঠে যে হাতের তাল .সামলাতে না পেরে একটা আংগুলই নিজের হামানদিস্তায় পিষে দিল।

বশীর : কি বললেন? মিথ্যা কথা। কোন্ আংগুল? নিশ্চয় বাঁ হাতের। যে আংগুলে পাথর বসান সোনার আংটি পরানো।

আপা : জানিনা বাপু। ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।

বশীর : আমি যাব?

আপা : তুমি যাবে না ত আমি যাব! অজ্ঞান হয়ে দাঁত কপাটি লেগে যে মেয়ে উল্টে পড়ে আছে আমি চিকিৎসা করে তার জ্ঞান ফেরাতে পারব?

বশীর : (আর্তনাদ কোরে ওঠে) অজ্ঞান হয়ে পড়েছে?

আপা : ওকি লোহালক্কড় নাকি, অজ্ঞান হবে না? দালানে দাঁড়িয়ে পায়ের নীচে বোমা ফাটতে শুনলে মানুষ অজ্ঞান হবে না?

বশীর : আমি যাই আপা।

[আচম্‌কা চেয়ার ছেড়ে দিতেই দুলাভাই গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। বশীর কোনো রকমের ভেষিসকোপটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছোটে। এক নজর পেছনের দিকে তাকিয়ে] ওঁর কিছু হয় নি আপা। যদি জ্ঞান হারিয়ে থাকেন তবে মাথায় কিছু পানি ঢেলে দেবেন। (ছুটে বেরিয়ে যায়)

[আপা দুলাভাইকে টেনে তোলে। আপার হাত থেকে নিয়ে এক গ্লাস পানি খায়। রুমালে মুখ মোছে। আপা ঘর গোছাতে চেষ্টা করে। দৌড়ে এসে দুলাভাই পটকাগুলো ঠোংগায় ভরে সন্তর্পণে এক কোণে ঠেলে রাখে। আপা ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে দিলে তা দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে আপার পাশে গিয়ে বসে। ওপর থেকে সংগীতের মৃদু রেশ ভেসে আসে। ছাদের দিকে চোখ উল্টে দিয়ে দুলাভাই বিস্মিত হয়।]

banglainternet.com

আপা : ওদের নতুন রেডিওগ্রাম। আমাকে বলছিল। কোথায় যেন গোলমাল হওয়াতে ওরা কেউ বাজাতে পারছিল না। বোধ হয় বশীর গিয়ে এখন ঠিক করে দিল।

দুলাভাই। (সুরের সঙ্গে দেহ দোলায়) আরেকটু জোরে বাজালেই পারে, আমরাও শুনতে পারতাম।

আপা : তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান।

[মৃদু সংগীতধ্বনি স্তব্ধ করে করে পর্দা নামে]

banglainternet.com

for more books of Munier Chowdhury, visit www.banglainternet.com